



9061 - দোয়ায় কনুত পড়া কি ওয়াজবি? মুখস্থ না থাকলে কি পড়বে

প্রশ্ন

বভিন্ন দোয়া মুখস্থ করতে আমার খুব কষ্ট হয়; যমেন বতিরিরে নামাযরে দোয়ায় কনুত। এ কারণে আমি এ দোয়ার জায়গায় একটা সূরা পড়তাম। যখন আমি জানতে পারলাম যে, এ দোয়া পড়া ফরজ; তখন দোয়াটা মুখস্থ করার চেষ্টা করতে থাকি। আমি নামাযরে মধ্যযে একটা বই থেকে দেখে দেখে দোয়াটা পড়া। বইটিকে আমার পাশে একটা টবেলিরে উপরে রাখি। আমি কবিলামুখী থেকেই বই থেকে দোয়াটা পড়া। আমার এ আমলটা কি জায়যে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

১. বতিরিরে নামাযে কোন একটা কাগজ কথিবা পুস্তকিা থেকে দেখে দেখে দোয়ায় কনুত পড়তে কোন অসুবিধা নই; যাত করে আপনি দোয়াটা মুখস্থ করে নতিে পারনে। মুখস্থ হয়ে গেলে আর বই দেখা লাগবে না; আপনি মুখস্থ থেকে দোয়া করতে পারবনে; যমেন যযে ব্যক্তরি কুরআনরে বশে কিছ মুখস্থ নই নফল নামাযে তার জন্য কুরআন শরফি দেখে পড়া জায়যে আছ।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়ছেলি: তারাবীর নামাযে কুরআন শরীফ দেখে পড়ার হুকুম কি? এবং এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর দললি কি?

উত্তরে তিনি বলনে: রমযানে কয়ামুল লাইলরে নামাযে কুরআন শরফি দেখে পড়তে কোন বাধা নই। কারণ এতে করে মুসল্লদিরেকে সম্পূর্ণ কুরআন শরফি শুনানো যতে পারে। এবং যহেতে কুরআন-সুন্নাহর দললিরে মাধ্যমে নামাযে কুরআন তলোওয়াতরে বধিান সাব্যস্ত হয়ছে; যা মুসহাফ (কুরআনগ্রন্থ) দেখে পড়া ও মুখস্থ থেকে পড়া উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আয়শো (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়ছে যে, তিনি তাঁর আযাদকৃত দাস যাকওয়ানকে কয়ামে রমযানে তাঁর ইমামত কিরার নরিদশে দতিনে এবং সে মুসহাফ দেখে দেখে কুরআন পড়ত। [ইমাম বুখারি তাঁর সহহি গ্রন্থে এ উক্তিটি নিশ্চয়তাজ্জ্ঞাপক ভাষায় সংকলন করছেন]

[ফাতাওয়া ইসলাময়িয়া (২/১৫৫)]

২. বতিরিরে নামাযে দোয়ায় কনুত হুবহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণতি শব্দে হওয়া ওয়াজবি নয়। বরং মুসল্লি অন্য কোন দোয়াও করতে পারনে এবং হাদসিরে শব্দরে বাইরে কিছু বাড়াতও পারে। এমনকি যদি কুরআনরে যসেব



আয়াতে দোয়া আছে এমন কিছু আয়াত পড়নে সটোও জায়যে আছে। ইমাম নববী বলেন: জনে রাখুন, অগ্রগণ্য মাযহাব মতে, কনুতরে জন্য সুনরিদষ্টি কনে দোয়া নেই। তাই য়ে কনে দোয়া পড়লে এর দ্বারা কনুত হয়ে যাবে; এমনকি দোয়া সম্বলতি এক বা একাধকি কুরআনরে আয়াত পড়লেও কনুতরে উদ্দেশ্য হাছলি হয়ে যাবে। তবে, হাদসি য়ে দোয়া এসছে সটো পড়া উত্তম। [ইমাম নববীর ‘আল-আযকার, পৃষ্ঠা-৫০]

৩. প্রশ্নকারী ভাই যা উল্লেখ করছেন য়ে, তিনি দোয়ায় কনুতরে পরবির্তে কুরআন পড়তনে নঃসন্দহে এটা করা ঠকি হয়নি। কারণ কনুতরে উদ্দেশ্য হছ- দোয়া করা। তাই য়েসেব আয়াতে দোয়া আছে সসেব আয়াত পড়া ও সগেলো দিয়ে কনুত করা জায়যে হবে। য়েমন ধরুন আল্লাহ তাআলার বাণী:

[رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ] [آل عمران: 8]

(অনুবাদ:হে আমাদরে রব্ব! সরল পথ প্রদর্শনরে পর তুমি আমাদরে অন্তরকতে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করনো এবং তমোর নকিট থেকে আমাদগিকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কছির দাতা।)[সূরা আল ইমরান, আয়াত: ৮]

৪. প্রশ্নকারী ভাই উল্লেখ করছেন য়ে, দোয়ায় কনুত পড়া ফরয; এ কথা সহহি নয়। বরং দোয়ায় কনুত পড়া সুন্নত। তাই মুসল্লি যদি দোয়ায় কনুত নাও পড়নে নামায সহহি হবে।

শাইখ বনি বায (রহঃ) ক়ে প্রশ্ন করা হয়ছেলি, রমযান মাসে বতিরিরে নামাযে দোয়ায় কনুত পড়ার হুকুম ক়ি? দোয়ায় কনুত বাদ দোয়া ক়ি জায়যে?

জবাবে তিনি বলেন: বতিরি নামাযে দোয়ায় কনুত পড়া সুন্নত। যদি কখনও কখনও বাদ দিয়ে এতে কনে অসুবধি নেই।

তাক়ে আরও জিজ্ঞেসে করা হয়: য়ে ব্যক্তি প্রতরাততে বতিরিরে নামাযে দোয়ায় কনুত পড়়ে; এ আমল ক়ি সলফে সালহেইন থেকে বরণতি আছে?

উত্তরে তিনি বলেন: এতে কনে অসুবধি নেই। বরং এটি পালন করা সুন্নত। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুসাইন বনি আলী (রাঃ) ক়ে বতিরিরে নামাযরে ‘দোয়ায় কনুত’ শখিতনে। তিনি দোয়ায় কনুত কখনও কখনও বাদ দোয়া কথিবা নয়মতি পড়া কনে নরিদশে দেননি। এতে প্রমাণতি হয় য়ে, উভয়টি করা জায়যে। উবাই বনি কাব (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়ছে য়ে, তিনি যখন মসজদি নববীতে সাহাবীদরে ইমামত ক়িরতনে তখন তিনি কনে কনে রাততে দোয়ায় কনুত পড়তনে না; সম্ভবত তিনি এটা এ জন্য করতনে য়াতে করে মানুষ জানতে পারে য়ে, দোয়ায় কনুত পড়া ওয়াজবি নয়।

আল্লাহই তাওফকিদাতা।

[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/১৫৯)]